

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং-জারাবো/কর-৭/আঃআঃবিঃ/বাজেট-২০০৬/

তারিখঃ ২০/০৭/২০০৬ইং

পরিপত্র নং-১ (আয়কর)

বিষয়ঃ ২০০৬ এর বাজেট কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে আনীত পরিবর্তন সমূহের ব্যাখ্যা।

অর্থ আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ ও ভ্রমণকর আইন, ২০০৩ এ কতিপয় সংশোধনী আনা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, আয়কর বিধিমালা ও ভ্রমণ কর আইনে আনীত সংশোধনী এবং এস.আর.ও এর মাধ্যমে প্রবর্তিত বিধানাবলীর যথাযথ অনুসরণ ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হলোঃ

১। ২০০৬-০৭ এবং ২০০৭-০৮ কর বছরের জন্য প্রযোজ্য কর হার :

করবর্ষ - ২০০৬-২০০৭

(ক) ব্যক্তি শ্রেণীর কর হার :

চলতি ২০০৬-০৭ কর বছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের প্রযোজ্য করহার নিম্নরূপ :

মোট আয়	কর হার
(ক) প্রথম ১,২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ----	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---	১০%
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ---	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর -----	২৫%

উল্লেখ্য প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ ১,৮০০/- টাকার কম হবে না।

(খ) কোম্পানীর কর হার :

চলতি ২০০৬-০৭ কর বছরের জন্য কোম্পানী করদাতাদের প্রযোজ্য করহার নিম্নরূপ :

কোম্পানীর প্রকৃতি	করহার	শর্ত
(অ) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সকল publicly traded company এর ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ	(ক) এরূপ কোম্পানী ২০ শতাংশ এর বেশী লভ্যাংশ প্রদান করলে, প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াত পারে;

		(খ) এরূপ কোম্পানী ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ ঘোষণা করলে অথবা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করলে এদের জন্য প্রযোজ্য করহার হবে ৪০ শতাংশ।
(আ) Non-publicly traded compnay সহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী (ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) এবং Income Tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (20) এর sub-clause (a), (b), (bb), (bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৪০ শতাংশ	
(ই) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৪৫ শতাংশ	
(ঈ) Companies Act, 1913 (VII of 1913) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত অংশ পুঁজির উপরে ঘোষিত ও পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাভাসন যা Income Tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (26) এর sub-clause (dd) অনুসারে লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য, তার উপর প্রযোজ্য কর	উক্ত আয়ের ১৫ শতাংশ	

(উ) কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	উক্ত আয়ের ২৫ শতাংশ
--	---------------------

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "publicly traded company" বলতে এরূপ কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বুঝাবে যা Companies Act, 1913 (VII of 1913) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয় বছরের আয়কর নির্ধারণ করা হবে সে আয় বছরের সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানীটির শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হতে হবে।

করবর্ষ - ২০০৭-২০০৮

(ক) ব্যক্তি শ্রেণীর কর হার :

আগামী ২০০৭-২০০৮ কর বছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতাদের প্রযোজ্য করহার নিম্নরূপঃ

মোট আয়	কর হার
(ক) প্রথম ১,২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(ঙ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

উল্লেখ্য প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ ১,৮০০/- টাকার কম হবে না।

তবে, যে সকল করদাতা ২০০৬-২০০৭ করবর্ষে সর্বোচ্চ ২৫% হারে কর প্রদান করেছেন, তারা ২০০৭-২০০৮ করবর্ষে কমপক্ষে ১০% অধিক হারে আয় প্রদর্শন করলে সেক্ষেত্রে প্রদর্শিত অতিরিক্ত আয়ের জন্য পরিশোধিত করের উপর ১০% কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন।

একটি উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা করা হলো। ধরা যাক, জনাব কামাল ২০০৬-২০০৭ কর বর্ষে মোট আয় ১২,০০,০০০/- টাকা প্রদর্শন করে ১,৮৫,০০০/- টাকা আয়কর প্রদান করেছেন। ১০,২০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে মোট আয় প্রদর্শিত হওয়ায় তাঁকে আয়ের একটি অংশের উপর সর্বোচ্চ ২৫% হারে কর প্রদান করতে হয়েছে। তিনি যদি পরবর্তী ২০০৭-২০০৮ কর বর্ষে কমপক্ষে ১০% অধিক আয় অর্থাৎ কমপক্ষে ১৩,২০,০০০/- টাকা আয় প্রদর্শন করেন সেক্ষেত্রে তাঁর প্রদেয় করের পরিমাণ দাঁড়াবে নিম্নরূপঃ

(ক) প্রথম ১,২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত -কর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ২,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত- ১০% হারে	২৫,০০০/-
(গ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত- ১৫% হারে	৪৫,০০০/-
(ঘ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত- ২০% হারে	৭০,০০০/-
(ঙ) পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকার উপর ২৫% হারে	৭৫,০০০/-
মোট কর =	২,১৫,০০০/-

করদাতা পূর্ববর্তী কর বর্ষে ২৫% হারে কর প্রদান করায় এবং চলতি ২০০৭-২০০৮ কর বর্ষে পূর্ববর্তী কর বর্ষ অপেক্ষা ১০% অধিক আয় প্রদর্শন করায় প্রদর্শিত অতিরিক্ত আয়ের উপর প্রযোজ্য প্রদেয় করের ১০% কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী করবর্ষ অপেক্ষা অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ১,২০,০০০/- টাকা যার উপর ২৫% হারে করের পরিমাণ দাড়ায় ৩০,০০০/- টাকা। জনাব কামাল এই ৩০,০০০/- টাকার উপর ১০% অর্থাৎ ৩,০০০/- টাকা কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন। ফলে তার নীট প্রদেয় কর হবে ২,১৫,০০০ - ৩,০০০ = ২,১২,০০০/- টাকা।

(খ) কোম্পানীর কর হার :

২০০৭-২০০৮ কর বছরের জন্য কোম্পানী করদাতাদের প্রযোজ্য করহার নিম্নরূপ :

কোম্পানীর প্রকৃতি	করহার	শর্ত
(অ) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সকল publicly traded compnay এর ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৩০ শতাংশ	(ক) এরূপ কোম্পানী ২০ শতাংশ এর বেশী লভ্যাংশ প্রদান করলে, প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০ শতাংশ হারে আয়কর রেয়াত পাবে; (খ) এরূপ কোম্পানী ১০ শতাংশের কম লভ্যাংশ ঘোষণা করলে অথবা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঘোষিত লভ্যাংশ প্রদান না করলে এদের জন্য প্রযোজ্য করহার হবে ৪০ শতাংশ।
(আ) Non-publicly traded compnay সহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী (ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) এবং Income Tax Ordinance,	উক্ত আয়ের ৪০ শতাংশ	

1984 এর section 2 এর clause (20) এর sub-clause (a), (b), (bb), (bbb) ও (c) এর আওতাধীন অন্যান্য কোম্পানীর ক্ষেত্রে		
(ই) ব্যাংক, বীমা, অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের ক্ষেত্রে	উক্ত আয়ের ৪৫ শতাংশ	
(ঈ) Companies Act, 1913 (VII of 1913) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোন কোম্পানী অথবা আইন অনুযায়ী গঠিত সংবিধিবদ্ধ কোন প্রতিষ্ঠান হতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পরে ইস্যুকৃত, প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত অংশ পুঁজির উপরে ঘোষিত ও পরিশোধিত ডিভিডেন্ড আয়ের উপর বা বাংলাদেশে নিবন্ধিত নয় এরূপ বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা প্রত্যাবাসন যা Income Tax Ordinance, 1984 এর section 2 এর clause (26) এর sub-clause (dd) অনুসারে লভ্যাংশ হিসেবে গণ্য, তার উপর প্রযোজ্য কর	উক্ত আয়ের ১৫ শতাংশ	
(উ) কোম্পানী নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এরূপ ব্যক্তি শ্রেণীভুক্ত করদাতার ক্ষেত্রে আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	উক্ত আয়ের ২৫ শতাংশ	

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদে "publicly traded company" বলতে এরূপ কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী বুঝাবে যা Companies Act, 1913 (VII of 1913) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুসারে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যে আয় বছরের আয়কর নির্ধারণ করা হবে সে আয় বছরের সমাপ্তির পূর্বে উক্ত কোম্পানীর শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হতে হবে।

২। Perquisite এর সংজ্ঞা পরিবর্তন :

আয়কর অধ্যাদেশের ২ ধারার ক্লজ (45) এ বর্ণিত perquisite এর সংজ্ঞাটি প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে পূর্বের মত কোন কর্মচারীকে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা, বকেয়া বেতন, অগ্রীম বেতন, ছুটি নগদায়ন বা ছুটি ভাতা এবং ওভারটাইম ভাতা ছাড়াও কোম্পানীর ঘোষিত মুনাফার অনধিক ১০ শতাংশ ইনসেন্টিভ বোনাস এবং অনুমোদিত প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড, সুপার এ্যানুয়েশন ফান্ডে নিয়োগকর্তার চাঁদাকে perquisite এর সংজ্ঞা বহির্ভূত রাখা হয়েছে। উপরোক্ত খাতসমূহ ব্যতিরেকে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন প্রকার আর্থিক বা অন্যকোন সুবিধা (নগদে রূপান্তরযোগ্য হোক বা না হোক) আয়কর অধ্যাদেশের ধারা-২ এর ক্লজ (45) এর অধীন perquisite হিসেবে গণ্য হবে। সংশোধিত এ বিধান ২০০৬-২০০৭ কর বর্ষ থেকে কার্যকর করা হবে।

৩। কোম্পানীর জন্য লাভ-ক্ষতি নির্বিশেষে “ন্যূনতম কর” (minimum tax) আরোপ সম্পর্কিত নতুন ধারা 16CC সংযোজন :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ তে নতুন ধারা 16CC সংযোজনের মাধ্যমে যে কোন কোম্পানী করদাতার জন্য ন্যূনতম কর (minimum tax) ধার্যের বিধান করা হয়েছে। এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন করবর্ষে কোন কোম্পানীর ক্ষতি নিরূপিত হলে বা পূর্ববর্তী বছরসমূহের ক্ষতি সমন্বয়ের পর আয় উদ্ভূত না হলেও উক্ত কোম্পানীকে তার নিরূপিত turnover বা গ্রস প্রাপ্তির উপর ০.৫ শতাংশ হারে অথবা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এই দু'টির মধ্যে যেটি বেশী তা ন্যূনতম কর হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। কোন কোম্পানীর নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের পরিমাণ যদি এই ধারার অধীনে প্রযোজ্য ন্যূনতম কর অপেক্ষা কম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও উক্ত কোম্পানীকে 16CC ধারার বিধান মোতাবেক ন্যূনতম কর পরিশোধ করতে হবে। এই ধারার বিধান অনুযায়ী কোম্পানীর আয় নিরূপনের জন্য উপ কর কমিশনার কর্তৃক নিরূপিত সমষ্টিক (aggregate) গ্রস প্রাপ্তিই ন্যূনতম করারোপের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কোম্পানীকে উক্ত নিরূপিত সমষ্টিক গ্রস প্রাপ্তির উপর ০.৫ শতাংশ হারে অথবা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এই দু'টির মধ্যে যেটি বেশী তা ন্যূনতম কর হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। 16CC ধারার বিধানটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নিম্নোক্ত বিষয় দু'টি বিবেচনায় রাখতে হবে :

(ক) যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর ক্ষতি বা শূন্য আয় নিরূপিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানীর করদায় নিরূপিত হবে নিম্নরূপ উপায়ে :

টার্ণওভারের ০.৫ শতাংশ হারে অথবা ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা এই দু'টির মধ্যে যেটি বেশী তা ন্যূনতম কর হিসেবে পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যে ক্ষেত্রে কোম্পানীর আয় নিরূপিত হয় সেক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানীর করদায় নিরূপিত হবে নিম্নরূপ উপায়ে :

- নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত কর

- নিরূপিত টার্নওভারের উপর ০.৫ শতাংশ হারে কর
- ৫(পাঁচ) হাজার টাকা কর

উক্ত তিনটির মধ্যে যেটি বেশী তা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর জন্য প্রদেয় করদায় হিসেবে নির্ধারিত হবে।

এই ধারায় turnover বলতে বুঝাবে :

- (ক) পণ্য বিক্রয় বাবদ গ্রস প্রাপ্তি বা বিক্রয়মূল্য;
- (খ) সেবা বা সুবিধা প্রদান হতে অর্জিত ফিস, কমিশন বা ডিসকাউন্ট;
- (গ) মূলধনী মুনাফা বা speculation business এর প্রাপ্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎসের গ্রস প্রাপ্তি;
- (ঘ) কোম্পানীর সমন্বয়ে গঠিত কোন association of persons (AOP) এর সদস্য হিসেবে উক্ত AOP এর শেয়ার প্রাপ্তি।

ন্যূনতম কর পরিশোধের বিধানটি ২০০৬-০৭ কর বছর হতে প্রযোজ্য হবে। তবে, আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধানের আওতায় কর অবকাশ সুবিধা ভোগরত কিংবা প্রজ্ঞাপনের দ্বারা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোম্পানীর জন্য এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে না। এছাড়া করদাতার যে সকল আয় আয়কর অধ্যাদেশের ৪২C ধারা অথবা কোন প্রজ্ঞাপনের অধীনে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে নিরূপিত হবে সে সকল আয়ের ক্ষেত্রে উক্ত ধারার বিধান প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে করদাতা কোম্পানীর অন্য কোন আয়ের উৎস থাকলেও ১৬CC ধারার অধীনে টার্নওভার নির্ধারণের জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত হয় এরূপ আয়ের গ্রস প্রাপ্তি বিবেচিত হবে না। ২০০৬-০৭ করবর্ষের পূর্ববর্তী যে কোন করবর্ষের মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর পরিশোধের বিধানটি প্রযোজ্য হবে না।

উদাহরণ :

- (ক) ধরা যাক, ২০০৬-০৭ করবর্ষে একটি কোম্পানীর নিরূপিত ক্ষতির পরিমাণ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং করাদেশে নিরূপিত বিক্রয়ের পরিমাণ ১ (এক) কোটি টাকা :

নিরূপিত ক্ষতির জন্য নির্ধারিত কর - ০ (শূন্য)

ন্যূনতম কর -

বিক্রয়ের ০.৫% =

$(1,00,00,000/- \times 0.5\%) = 50,000/-$ টাকা অথবা $5,000/-$ টাকা
এর মধ্যে যেটি বেশী = $50,000/-$ টাকা

এ ক্ষেত্রে করদাতার জন্য প্রদেয় কর দাবীর পরিমাণ হবে $50,000/-$ টাকা যেহেতু ন্যূনতম করের পরিমাণ নিরূপিত ক্ষতির বিপরীতে নির্ধারিত শূন্য কর দাবী অপেক্ষা অধিক।

(খ) ধরা যাক ২০০৬-০৭ করবর্ষে একটি কোম্পানীর নিরূপিত আয়ের পরিমাণ ১ (এক) লক্ষ টাকা এবং করাদেশে নিরূপিত বিক্রয়ের পরিমাণ ১ (এক) কোটি টাকা :

নিরূপিত আয়ের জন্য নির্ধারিত কর - ৪০,০০০/- টাকা

(১,০০,০০০/- x ৪০%)

ন্যূনতম কর -

বিক্রয়ের ০.৫% =

(১,০০,০০,০০০/- x ০.৫%) = ৫০,০০০/- টাকা অথবা ৫,০০০/- টাকা
এর মধ্যে যেটি বেশী = ৫০,০০০/- টাকা

এ ক্ষেত্রে করদাতার জন্য প্রদেয় কর দাবীর পরিমাণ হবে ৫০,০০০/- টাকা
যেহেতু ন্যূনতম করের পরিমাণ নিরূপিত আয়ের বিপরীতে নির্ধারিত
৪০,০০০/- টাকা কর দাবী অপেক্ষা অধিক।

(গ) ধরা যাক, ২০০৬-০৭ করবর্ষে একটি কোম্পানীর নিরূপিত আয়ের পরিমাণ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং করাদেশে নিরূপিত বিক্রয়ের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা :

নিরূপিত আয়ের জন্য নির্ধারিত কর - ৪,০০,০০০/- টাকা

(১০,০০,০০০/- x ৪০%)

ন্যূনতম কর -

বিক্রয়ের ০.৫% = (৫,০০,০০,০০০/- x ০.৫%) = ২,৫০,০০০/- টাকা
অথবা ৫,০০০/- টাকা এর মধ্যে যেটি বেশী = ২,৫০,০০০/- টাকা

এ ক্ষেত্রে করদাতার জন্য প্রদেয় কর দাবীর পরিমাণ হবে ৪,০০,০০০/- টাকা
যেহেতু নিরূপিত আয়ের বিপরীতে নির্ধারিত কর দাবী ন্যূনতম করের পরিমাণ
অপেক্ষা অধিক।

(ঘ) ধরা যাক, ২০০৫-০৬ করবর্ষে একটি কোম্পানীর ব্যবসা খাতে ক্ষতি ছিল ৬,০০,০০০/- টাকা। ২০০৬-০৭ করবর্ষে ক্ষতি সমন্বয়ের পূর্বে উক্ত কোম্পানীর আয় নিরূপিত হয়েছে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা। ২০০৬-০৭ করবর্ষে করাদেশে নিরূপিত বিক্রয়ের পরিমাণ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা :

পূর্ববর্তী করবর্ষের ক্ষতি সমন্বয়ের পরে ২০০৬-০৭ করবর্ষে মোট আয়ের পরিমাণ দাড়ায় (১০,০০,০০০ - ৬,০০,০০০) = ৪,০০,০০০/- টাকা।

নিরূপিত আয়ের জন্য নির্ধারিত কর - ১,৬০,০০০/- টাকা

(৪,০০,০০০/- x ৪০%)

ন্যূনতম কর -

বিক্রয়ের ০.৫% = (৫,০০,০০,০০০/- x ০.৫%) = ২,৫০,০০০/- টাকা
অথবা ৫,০০০/- টাকা এর মধ্যে যেটি বেশী = ২,৫০,০০০/- টাকা।

এ ক্ষেত্রে করদাতার জন্য প্রদেয় কর দাবীর পরিমাণ হবে ২,৫০,০০০/- টাকা যেহেতু ন্যূনতম করের পরিমাণ নিরূপিত আয়ের বিপরীতে নির্ধারিত কর দাবী অপেক্ষা অধিক।

(ঙ) ধরা যাক, ২০০৬-০৭ করবর্ষে একটি কোম্পানীর ব্যবসা, গৃহসম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস খাতে মোট আয় ৩ লক্ষ টাকা নিরূপিত হয়েছে। করাদেশ অনুযায়ী ব্যবসা খাতে গ্রস বিক্রয় ১০ লক্ষ টাকা, গৃহ সম্পত্তি খাতে বার্ষিক ঘর ভাড়া ২ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য উৎস খাতে ব্যাংক সুদ বাবদ ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা নিরূপিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় আলোচ্য কোম্পানীর টার্নওভার হবে নিম্নরূপ :

ব্যবসা খাতে গ্রস বিক্রয়	=	১০,০০,০০০/-	টাকা
গৃহ সম্পত্তির বার্ষিক গ্রস ভাড়া	=	২,০০,০০০/-	টাকা
অন্যান্য উৎস খাতে গ্রস প্রাপ্তি			
ব্যাংক সুদ	=	১,২০,০০০/-	টাকা

মোট টার্নওভার = ১৩,২০,০০০/- টাকা

নিরূপিত আয়ের জন্য নির্ধারিত কর - ১,২০,০০০/- টাকা

(৩,০০,০০০/- X ৪০%)

ন্যূনতম কর -

টার্নওভারের ০.৫% = (১৩,২০,০০০/- X ০.৫%) = ৬,৬০০/- টাকা অথবা ৫,০০০/- টাকা এর মধ্যে যেটি বেশী = ৬,৬০০/- টাকা

এ ক্ষেত্রে করদাতার জন্য প্রদেয় কর দাবীর পরিমাণ হবে ১,২০,০০০/- টাকা যেহেতু নিরূপিত আয়ের বিপরীতে নির্ধারিত কর দাবী ন্যূনতম করের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক।

৪। অনুমিত আয় পরিগণনা সংক্রান্ত 19 ধারায় ২টি নতুন উপ-ধারা সংযোজন :

(ক) **উপ-ধারা (24):** ব্যাংকের মাধ্যমে বিনিয়োগ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19 ধারায় নতুন উপ-ধারা 24 সংযোজনের মাধ্যমে কোন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী বা স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত নয় এরূপ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ারে কোন শেয়ার হোল্ডার বা পরিচালকের বিনিয়োগ ট্রসড চেক অথবা ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পাদিত না হলে উক্ত বিনিয়োগকৃত অর্থ কোম্পানীর হাতে সংশ্লিষ্ট কর বছরে অন্যান্য উৎস খাতে করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ নগদ অর্থে এরূপ শেয়ার ক্রয় করা যাবে না। শেয়ার হোল্ডার বা পরিচালকদের জন্য উল্লিখিত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে হবে। যদি এরূপ শেয়ার ক্রয়ের লেনদেন নগদে সম্পাদিত হয়ে থাকে তবে কোম্পানীর হিসাবে প্রদর্শিত শেয়ার বিক্রয় বাবদ অর্থ উক্ত কোম্পানীর আয়কর মামলায় অন্যান্য উৎস খাতে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এই বিধান ২০০৭-২০০৮ করবর্ষ থেকে প্রযোজ্য হবে।

(খ) উপ-ধারা (25): পরিচালকদের বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 19 ধারায় নুতন উপ-ধারা 25 সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, কোন কোম্পানীর যেকোন পরিচালক যদি একটি আয়বর্ষে ২ বারের অধিক বিদেশ ভ্রমণ করেন এবং এরূপ ভ্রমণের ব্যয় যদি সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর খাতায় খরচ হিসেবে দাবী করা হয় সেক্ষেত্রে প্রথম ২টি বিদেশ ভ্রমণের ব্যয় বাদে পরবর্তী এক বা একাধিক ভ্রমণ ব্যয়ের ৫০ শতাংশ খরচ সংশ্লিষ্ট পরিচালকের হাতে আয় হিসেবে গণ্য হবে। এই বিধান ২০০৭-০৮ করবর্ষ থেকে প্রযোজ্য হবে। ধরা যাক XYZ Co. Ltd -এর পরিচালক জনাব কামাল ২০০৬-০৭ আয়বর্ষে মোট ৩ (তিন) বার কোম্পানীর ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে বিদেশ সফর করেন। উক্ত তিন বারে তার বিদেশ ভ্রমণ ব্যয় ছিল যথাক্রমে ১,০০,০০০/-, ১,২০,০০০/- ও ৮০,০০০/- টাকা। উক্ত XYZ Co. Ltd -এর হিসাবের খাতায় খরচ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় তৃতীয় ভ্রমণ ব্যয়ের ৫০% অর্থাৎ (৮০,০০০/- × ৫০%) = ৪০,০০০/- টাকা উক্ত পরিচালকের ২০০৭-০৮ করবর্ষের আয়কর মামলায় অন্যান্য উৎস খাতে আয় হিসেবে গণ্য হবে।

৫। বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মাণে বিনিয়োগ সম্পর্কিত 19B ধারার পরিবর্তন :

আয়কর অধ্যাদেশের 19B ধারা সংশোধন করে অভিজাত এলাকার জন্য বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ বা ক্রয়ে বিনিয়োগের উপর সংশ্লিষ্ট বিল্ডিং/এ্যাপার্টমেন্টের পরিমাপ ভিত্তিক কর হারের নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হয়েছে।

(ক) অভিজাত এলাকার জন্য করহার :

অভিজাত এলাকাসমূহ	দালানের আয়তনের (plinth area) স্তর	পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার
ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, ডিওএইচএস, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, কাওরাণ বাজার বাণিজ্যিক এলাকা। চট্টগ্রামের খুলশী আবাসিক এলাকা, পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা।	২০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত ২০০ বর্গ মিটারের অধিক	প্রতি বর্গ মিটার ২০০/- টাকা। প্রতি বর্গ মিটার ৩০০/- টাকা।	প্রতি বর্গ মিটার ৩০০/- টাকা। প্রতি বর্গ মিটার ৫০০/- টাকা।

(খ) অন্যান্য এলাকার জন্য বিদ্যমান করহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে :

অন্যান্য এলাকাসমূহ	দালানের আয়তনের (plinth area) স্তর	বিদ্যমান হার
উপরোক্ত 'ক' ছকে বর্ণিত এলাকা ব্যতীত অন্যান্য এলাকার জন্য।	২০০ বর্গ মিটার পর্যন্ত	প্রতি বর্গ মিটার ২০০/- টাকা।
	২০০ বর্গ মিটারের অধিক	প্রতি বর্গ মিটার ৩০০/- টাকা।

বিল্ডিং/এমপার্টমেন্টে বিনিয়োগের সময়কাল যে বৎসরই হোক না কেন, ১লা জুলাই ২০০৬ বা এর পরে 19B ধারায় কর প্রদান করা হলে পরিবর্তিত হারেই কর প্রদান করতে হবে। তবে কোন ব্যক্তি ৩০ জুন, ২০০৬ তারিখের মধ্যে পূর্বতন হারে 19B ধারায় কর প্রদান করে থাকলে তার বিনিয়োগ ব্যাখ্যাও ২০০৬-০৭ কর বর্ষের মামলায় গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লেখ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর প্রদানের এ বিধানটি ঐচ্ছিক অর্থাৎ কেউ যদি বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহলে এরূপ কর প্রদান ছাড়াই তিনি প্রচলিত নিয়মে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

৬। জমি ক্রয়ে বিনিয়োগ সম্পর্কিত 19BB ধারার পরিবর্তন :

দলিল মূল্যের উপর ৫ শতাংশ হারে আয়কর প্রদান সাপেক্ষে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় অবস্থিত জমি ক্রমে বিনিয়োগ বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করার 19BB ধারাটি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় অবস্থিত জমি ক্রয়ে বিনিয়োগ বিনা প্রশ্নে গ্রহণের সুযোগ রেখে বর্তমানের ৫ শতাংশ হারটি বৃদ্ধি করে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

জমি ক্রয়ে বিনিয়োগের সময়কাল যে বছরই হোক না কেন, ১লা জুলাই ২০০৬ বা এর পরে 19BB ধারায় কর প্রদান করা হলে পরিবর্তিত হারেই কর প্রদান করতে হবে। তবে কোন ব্যক্তি ৩০ জুন, ২০০৬ তারিখের মধ্যে পূর্বতন হারে 19BB ধারায় কর প্রদান করে থাকলে তার বিনিয়োগ ব্যাখ্যাও ২০০৬-০৭ কর বর্ষের আয়কর মামলায় গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লেখ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর প্রদানের এ বিধানটি ঐচ্ছিক অর্থাৎ কেউ যদি বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহলে এরূপ কর প্রদান ছাড়াই তিনি প্রচলিত নিয়মে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

৭। ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ গাড়ী ক্রয়ে বিনিয়োগ সম্পর্কিত 19BBB ধারার পরিবর্তন :

ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না এরূপ মোটর গাড়ী ক্রয়ে বিনিয়োগের উপর বিদ্যমান হারসমূহ সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া শুধুমাত্র বাংলাদেশে প্রথম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনের প্রয়োগের বিধানটি সংশোধন করে নতুন বা পুরাতন গাড়ীর যে কোন রেজিস্ট্রেশনের পর্যায়ে আইনের সুযোগটি সম্প্রসারণ করা হয়েছে :

গাড়ীর বিবরণ	পূর্বতন হার	পরিবর্তিত হার
১৫০০ সিসি পর্যন্ত ক্ষমতার মোটর গাড়ী	গাড়ীর ক্রয় মূল্যের ৫ শতাংশ	গাড়ীর ক্রয় মূল্যের ১০ শতাংশ
১৫০০ সিসি এর অধিক ক্ষমতার মোটর গাড়ী	গাড়ীর ক্রয় মূল্যের ৭.৫ শতাংশ	গাড়ীর ক্রয় মূল্যের ১৫ শতাংশ

সংশোধিত আইন মোতাবেক নির্ধারিত হারে আয়কর প্রদান সাপেক্ষে মোটর গাড়ী রেজিস্ট্রেশনকালে অথবা সংশ্লিষ্ট কর বছরের কর নির্ধারণের পূর্বে এরূপ কর প্রদান করতে হবে। বিনিয়োগের সময়কাল যে বৎসরই হোক না কেন, ১লা জুলাই ২০০৬ বা এর পরে 19BBB ধারায় কর প্রদান করা হলে পরিবর্তিত হারেই কর প্রদান করতে হবে। তবে কোন ব্যক্তি ৩০ জুন, ২০০৬ তারিখের মধ্যে 19BBB ধারায় কর প্রদান করে থাকলে তার বিনিয়োগ ব্যাখ্যাও ২০০৬-০৭ কর বর্ষের আয়কর মামলায় গ্রহণযোগ্য হবে। উল্লেখ্য বিনিয়োগ সংক্রান্ত কর প্রদানের এ বিধানটি ঐচ্ছিক অর্থাৎ কেউ যদি বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, তাহলে এরূপ কর প্রদান ছাড়াই তিনি প্রচলিত নিয়মে বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন।

৮। কর্মসংস্থান ব্যাংক এর মন্দ ও কু-ঋণের provision কে বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদন :

অর্থ আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 29 এর উপ-ধারা (1) এর ক্লজ (xviiiia) সংশোধন করে কর্মসংস্থান ব্যাংককে এই ধারার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্ষেত্রে ২০০৬-০৭ কর বছরের জন্য bad debt provision খাতে মোট বকেয়া ঋণের অনধিক ১ শতাংশ হারে ব্যবসায়িক খরচ অনুমোদন প্রযোজ্য হবে।

৯। Perquisite এর সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা সম্পর্কিত ধারা 30(e) এর সংশোধন :

আয়কর অধ্যাদেশের ধারা-30 এর ক্লজ (e) সংশোধন করে perquisite খাতে প্রতি কর্মচারীর জন্য বার্ষিক অনুমোদনযোগ্য খরচ ১,৯২,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,০০,০০০/- টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিধান অনুযায়ী কোন নিয়োগকারী কর্তৃক perquisite খাতে তাঁর কোন কর্মচারীর জন্য বার্ষিক ২,০০,০০০/- টাকার অধিক খরচ দাবী করা হলে উক্ত অতিরিক্ত খরচ দাবী নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের হাতে করযোগ্য আয় হিসেবে গণ্য হবে। এ বিধান ২০০৬-২০০৭ কর বছর থেকে প্রযোজ্য হবে।

১০। অননুমোদনযোগ্য খরচ সংক্রান্ত ধারা 30 এর অধীনে সংযোজিত নতুন clause সমূহ।

(ক) ধারা 30 এ নতুন ক্লজ (i) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, বেতন ভাতা খাতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মাসিক গ্রস ১৫ (পনের) হাজার টাকা বা তার অধিক পরিশোধ ক্রসড চেক বা

ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পাদিত না হলে উক্ত দাবীকৃত খরচ নিয়োগকারী করদাতার হাতে অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ কোন কর্মচারীর মাসিক গ্রস বেতন ১৫,০০০/- টাকা হলেই এরূপ বেতনের যেকোন অংশের পরিশোধ সংক্রান্ত লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত হতে হবে। নগদে এরূপ অর্থ পরিশোধ করা হলে তা অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ বিধান ২০০৭-০৮ কর বছর হতে কার্যকর হবে।

(খ) ধারা 30 এ নতুন ক্লজ (j) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, ইনসেন্টিভ বোনাস খাতে দাবীকৃত খরচ ঘোষিত নীট মুনাফার ১০ শতাংশের বেশী হলে অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ করদাতা প্রতিষ্ঠানের হাতে অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ বিধান ২০০৬-০৭ কর বছর হতে প্রযোজ্য হবে।

(গ) ধারা 30 এ নতুন ক্লজ (k) সংযোজনের মাধ্যমে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, বিদেশ ভ্রমণ খাতে দাবীকৃত খরচ করদাতা প্রতিষ্ঠানের ঘোষিত turnover এর ১ শতাংশের বেশী হলে অতিরিক্ত দাবীকৃত খরচ করদাতা প্রতিষ্ঠানের হাতে অনুমোদনযোগ্য খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এ বিধান ২০০৬-০৭ কর বছর হতে প্রযোজ্য হবে।

১১। কর অব্যাহতি সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের 32 ধারায় নতুন উপ-ধারা (11A) সংযোজন :

আয়কর অধ্যাদেশের 32 ধারায় নতুন উপ-ধারা (11A) সংযোজনের মাধ্যমে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধিত কোন নতুন কোম্পানীতে মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ উক্ত কোম্পানীর শেয়ার মূলধনে বিনিয়োগ করা হলে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

স্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য তার প্রতিষ্ঠানটিকে কোম্পানীতে রূপান্তর করলে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফাও কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে। তবে এরূপ গঠিত কোম্পানীর শেয়ার পরবর্তীতে বিক্রয় কিংবা অন্যকোনভাবে হস্তান্তর করা হলে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার উপর আয়কর প্রদান প্রযোজ্য হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে মূলধনী মুনাফা পরিগণনা করার জন্য নতুন কোম্পানীর শেয়ারের বিক্রয় মূল্য হতে স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বারশীপের অর্জন মূল্যের আনুপাতিক অংশ বাদ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মেম্বারশীপ অর্জনের জন্য প্রদত্ত ঋণাত্মক মূল্যকেই অর্জন মূল্য হিসাবে ধরতে হবে। এ বিধান ২০০৬-০৭ করবর্ষ হতে কার্যকর হবে। ৩০ জুন ২০০৬ তারিখের মধ্যে নতুন কোম্পানীতে মূলধনী সম্পত্তি হস্তান্তরের ফলে মূলধনী মুনাফা উদ্ভূত হয়ে থাকলে তা ২০০৬-০৭ করবর্ষের আয়কর মামলা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

স্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্য তার প্রতিষ্ঠানটিকে কোম্পানীতে রূপান্তর করে পরবর্তী সময়ে এরূপ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়/হস্তান্তর করলে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা কীভাবে

পরিগণনা করতে হবে তা একটি উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করা হলো। ধরা যাক, জনাব আহসান ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের একজন সদস্য। তিনি ৩,০০,০০০/- টাকার উক্ত সদস্যপদ ১৯৮০ সনে ক্রয় করেন। ৩০ জুন, ২০০৬ তারিখে তিনি নিজের সদস্যপদটি একটি কোম্পানীতে রূপান্তর করেন। উক্ত কোম্পানীতে ৩,০০,০০০/- টাকা মূল্যমানের সদস্যপদটি ৮০,০০,০০০/- টাকায় তিনি হস্তান্তর করেন। ফলে সদস্যপদ হস্তান্তরের দিনে অর্থাৎ ৩০/০৬/২০০৬ তারিখে জনাব আহসানের হাতে মূলধনী মুনাফা উদ্ভূত হয় (৬০,০০,০০০ - ৩,০০,০০০) = ৫৭,০০,০০০ টাকা। জনাব আহসান যদি উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ নবসৃষ্ট কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করেন সেক্ষেত্রে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা ৫৭,০০,০০০/- টাকার উপর কোন আয়কর প্রদেয় হবে না।

এরপর ধরা যাক, ২০০৭ সনে উক্ত কোম্পানীর ১০০০টি শেয়ার জনাব আহসান ১,৫০,০০০/- টাকায় বিক্রয় করে দেন। উক্ত কোম্পানীর শেয়ার সংখ্যা ধরা হলো ৮০,০০০টি যার প্রতিটির মূল্য ১০০ টাকা হতে ১,০০০টি শেয়ারের ক্রয়মূল্য বাবদ স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বারশিপের অর্জনমূল্যের আনুপাতিক অংশ বাদ দিতে হবে। নিম্নোক্ত সূত্র অনুযায়ী বিক্রিত/হস্তান্তরিত শেয়ারের ক্রয়মূল্য পরিগণনা করতে হবেঃ

$$\frac{\text{স্টক এক্সচেঞ্জের মেম্বারশিপের অর্জনমূল্য} \times \text{বিক্রিত শেয়ার সংখ্যা}}{\text{নতুন কোম্পানীর মোট শেয়ার সংখ্যা}}$$

$$= \frac{৩,০০,০০০ \times ১০০০}{৮০,০০০} = ৩৭৫০ \text{ টাকা।}$$

এক্ষেত্রে ১০০০টি শেয়ার বিক্রয় হতে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফা দাঁড়াবে-

বিক্রয়মূল্য	১,৫০,০০০/- টাকা
বাদ ক্রয়মূল্য	<u>৩,৭৫০/- টাকা</u>
মূলধনী মুনাফা =	১,৪৬,২৫০/- টাকা

উপরোক্ত উপায়ে নিরূপিত মূলধনী মুনাফা ১,৪৬,২৫০/- টাকা জনাব আহসানের হাতে করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

১২। আয়কর অধ্যাদেশের ৪৪ ধারার উপ-ধারা (৩) সংশোধন :

আয়কর অধ্যাদেশের ৪৪(৩) ধারায় বিনিয়োগ-জনিত আয়কর রেয়াতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য মোট আয়ের ২০% তবে ২,০০,০০০/- টাকার অধিক নয় এমন সীমা আছে। এ ছাড়া স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ২৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ-জনিত আয়কর রেয়াতের সুবিধা প্রযোজ্য ছিল। অর্থ আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে এই ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় নির্বিশেষে বিনিয়োগের সীমা ২,৫০,০০০/- টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে আয়কর রেয়াতের জন্য মোট আয়ের ২০ শতাংশ পর্যন্ত বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা, হার ও শর্ত সমূহ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে অর্থাৎ বিনিয়োগ রেয়াতের জন্য কোন করদাতা প্রকৃত বিনিয়োগ সাপেক্ষে তার মোট আয়ের

২০ শতাংশ অথবা ২,৫০,০০০/- টাকা এ দুটির মধ্যে যেটি কম তার উপর ১৫ শতাংশ হারে বিনিয়োগ রেয়াত প্রাপ্ত হবেন। এ বিধান ২০০৬-০৭ কর বছর থেকে প্রযোজ্য হবে।

১৩। কর অবকাশ সংক্রান্ত 46A ধারার উপ-ধারা (1) সংশোধন :

আয়কর অধ্যাদেশের 46A ধারা সংশোধন করে কর অবকাশ সুবিধার জন্য কর অবকাশ প্রাপ্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র অধ্যাদেশের 28 ধারার অধীনে ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ই কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হবে, এরূপ বিধান রেখে আইনটি স্পষ্ট করা হয়েছে।

১৪। উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশে নতুন ধারা 53CC, 53DD ও 53GG সংযোজন :

অর্থ আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশে উৎসে আয়কর কর্তন/সংগ্রহ সংক্রান্ত তিনটি নতুন ধারা সংযোজন করা হয়েছে। সংযোজিত নতুন ধারাসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) **Deduction or Collection of tax at source from courier business of a non-resident (ধারা-53CC) :**

আয়কর অধ্যাদেশের 53CC ধারা অনুযায়ী অনিবাসী কুরিয়ার কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোম্পানী কর্তৃক কোন মালামাল, ডকুমেন্ট, পার্সেল অথবা অন্য কোন কিছু বিদেশে শিপমেন্ট বাবদ বাংলাদেশে উদ্ভূত সার্ভিস চার্জের উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। অর্থাৎ অনিবাসী কুরিয়ার কোম্পানীর স্থানীয় এজেন্ট হিসাবে বাংলাদেশে কর্মরত কোম্পানীসমূহ তাঁদের প্রিন্সিপাল কোম্পানীকে বাংলাদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের সময় ৫ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তন করে সরকারি কোষাগারে জমা করবে। উৎসে আয়কর কর্তনের প্রমাণ দাখিলের পরেই বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ ছাড় করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন। এই ধারার আওতায় সংগৃহীত করকে আয়কর অধ্যাদেশের 82C ধারার বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। উৎসে আয়কর কর্তনের এ বিধান ১লা জুলাই ২০০৬ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং এরূপ কর্তিত কর ২০০৭-০৮ কর বছর হতে চূড়ান্ত করদায় হিসাবে বিবেচিত হবে।

(খ) **Deduction of tax at source from export cash subsidy (ধারা-53DD) :**

আয়কর অধ্যাদেশের 53DD ধারার বিধান অনুযায়ী রপ্তানি বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি সহায়তা হিসাবে সরকার কর্তৃক প্রদেয় নগদ সুবিধার উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর কর্তনের বিধান করা হয়েছে। ১লা জুলাই ২০০৬ বা এর পরে প্রদেয় export cash subsidy/export cash assistance এর উপর ৫ শতাংশ হারে উৎসে

আয়কর কর্তন প্রযোজ্য হবে। সরকার বা যে কোন ব্যাংক যাদের মাধ্যমে export cash subsidy/export cash assistance পরিশোধিত হবে, তারাই উৎসে আয়কর কর্তনকারীর দায়িত্ব পালন করবে। এই ধারার আওতায় সংগৃহীত করকে আয়কর অধ্যাদেশের 82C ধারার বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গণ্য করার বিধান করা হয়েছে। উৎসে আয়কর কর্তনের এ বিধান ১ জুলাই ২০০৬ তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং এরূপ কর্তিত কর ২০০৭-০৮ কর বছর হতে চূড়ান্ত করদায় হিসাবে বিবেচিত হবে।

(গ) **Collection of tax on the credit bill amount of credit cards (ধারা-53GGG) :**

আয়কর অধ্যাদেশের 53GGG ধারায় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য ক্রেডিট বিলের উপর ৩ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহের বিধান করা হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারী তাঁর ক্রেডিট বিল পরিশোধের সময় মোট বিলের উপর ৩ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করবেন। যে ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের বিল আদায় করবে তাকে অগ্রিম কর আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য পূর্বাঙ্কেই ৩ শতাংশ হারে আয়কর যোগ করে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীকে বিল প্রদান করবে। ব্যাংকের নির্ধারিত সময়সীমার পরে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে বকেয়া বিলের উপর কোন সুদ আরোপিত হলে সুদ-আসলসহ মোট বিলের উপরই ৩ শতাংশ হারে উৎসে আয়কর সংগ্রহ করতে হবে। ক্রেডিট বিলের বিপরীতে ৩% হারে পরিশোধিত কর সংশ্লিষ্ট ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীর জন্য অগ্রিম প্রদত্ত আয়কর হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ এরূপ অগ্রিম প্রদত্ত কর তিনি তাঁর আয়কর রিটার্নে প্রদর্শিত অন্য যে কোন আয়ের বিপরীতে ধার্যকৃত করের সাথে সমন্বয় করতে পারবেন।

১৫। **কর কমিশনারের রিভিউ সম্পর্কিত 121 ধারার সংশোধন :**

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 121 ধারার উপ-ধারা (2) সংশোধন করে করদাতা কর্তৃক কর কমিশনারের নিকট রিভিউ মামলা দায়ের করার সময়সীমা ৯০ দিন থেকে হ্রাস করে ৬০ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই ২০০৬ বা এর পরে রিভিউ মামলা দাখিলের জন্য কোন করদাতাকে উপকর কমিশনার বা আপীলাত যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তির ৬০-দিনের মধ্যে রিভিউ মামলা দাখিল করতে হবে। তবে ৩০ জুন, ২০০৬ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত কর আদেশ/আপীল আদেশের ক্ষেত্রে করদাতা রিভিউ মামলা দায়েরের জন্য ৯০ দিন সময় প্রাপ্ত হবেন।

১৬। **আপীলাত কর কমিশনার বা আপীলাত যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের নিকট আপীল মামলা দাখিলের সময়সীমা সংক্রান্ত 154 ধারার সংশোধন :**

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 154 ধারার উপ-ধারা (2) সংশোধন করে করদাতা কর্তৃক আপীলাত কর কমিশনার বা আপীলাত যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের নিকট আপীল মামলা দায়ের করার সময়সীমা ৬০ দিন থেকে হ্রাস করে ৪৫ দিন নির্ধারণ

করা হয়েছে। অর্থাৎ ১লা জুলাই ২০০৬ বা এর পরে আপীল মামলা দাখিলের জন্য কোন করদাতাকে উপ-কর কমিশনারের আদেশ প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে আপীল মামলা দাখিল করতে পারবেন। তবে ৩০ জুন, ২০০৬ তারিখের মধ্যে প্রাপ্ত করদাতাদের ক্ষেত্রে করদাতা আপীলাত যুগ্ম/অতিরিক্ত কর কমিশনারের নিকট আপীল মামলা দায়ের করার জন্য ৬০ দিন সময় প্রাপ্ত হবেন।

১৭। কর আপীলাত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপীল মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত 159 ধারার সংশোধন :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 159 ধারার উপ-ধারা (6) সংশোধন করে ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত আপীল মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা ৬ মাসের পরিবর্তে ৪ মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিবর্তিত এ সময়সীমা ১ জুলাই ২০০৬ বা এর পরে দাখিলকৃত ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৮। Authorised person হিসাবে দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত 174 ধারার সংশোধন :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর 174 ধারার উপ-ধারা (2) এর ক্লজ (f) এর পর প্রভাইসো সংযোজনের মাধ্যমে আয়কর উপদেষ্টাকে Authorised person হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিবন্ধিত যে কোন Taxes Bar Association এর সদস্যপদ গ্রহণের বিধান করা হয়েছে। পুরানো আয়কর উপদেষ্টাদেরকে বাংলাদেশ ট্যাক্স ল'ইয়ার এসোসিয়েশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে কোন Taxes Bar Association এর সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে। নতুন আয়কর উপদেষ্টা হিসেবে যাঁরা বোর্ড থেকে মনোনয়ন পাবেন তাঁরা যে কোন Taxes Bar Association এর সদস্যপদ গ্রহণের পরেই আয়কর মামলা পরিচালনা করার অধিকার প্রাপ্ত হবেন।

১৯। Gratuity Fund অনুমোদনের সময়সীমা সংক্রান্ত আয়কর অধ্যাদেশের The Firsty Schedule, Part 'C' এর Paragraph (2) এর Sub-paragraph (1) সংশোধন :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The Firsty Schedule, Part 'C' এর Paragraph (2) এর Sub-paragraph (1) এর বিধান মোতাবেক Gratuity Fund অনুমোদনের আবেদন প্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক উক্ত আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদানের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে The Firsty Schedule, Part 'C' এর Paragraph (2) এর Sub-paragraph (1) সংশোধন করে এই সময়সীমা ৬ মাসের পরিবর্তে ৩ মাস নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে Gratuity Fund অনুমোদনের জন্য কোন আবেদন প্রাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে উক্ত আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে। ১ জুলাই ২০০৬ এর পরে প্রাপ্ত আবেদনের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

The Third Schedule এর Paragraph (7) এর Sub-paragraph(1)

সংশোধন :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর The Third Schedule এর Paragraph(7) এর Sub-paragraph(1) এর বিধান মোতাবেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে পূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়নি এবং ১ জুলাই ১৯৭৭ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০০৮ তারিখের মধ্যে স্থাপিত মেশিনারী বা প্ল্যান্টের উপর ১০০% হারে ত্বরায়িত অবচয় ভাতা (Accelerated Depreciation Allowance) অনুমোদনের বিধান ছিল। অর্থ আইন, ২০০৬ এর মাধ্যমে The Third Schedule এর Paragraph(7) এর Sub-paragraph(1) সংশোধন করে মেশিনারী বা প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রথম বছরেই ১০০% হারে অবচয় ভাতা অনুমোদনের পরিবর্তে স্থাপিত মেশিনারী বা প্ল্যান্ট এর ক্রয়মূল্যের উপর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার প্রথম বছরে ৫০%, পরবর্তী দ্বিতীয় বছরে ৩০% এবং পরবর্তী তৃতীয় বছরে ২০% হারে ত্বরায়িত অবচয় ভাতা অনুমোদনের বিধান করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০০৬ তারিখ বা এর পর স্থাপিত মেশিনারী বা প্ল্যান্ট এর ক্ষেত্রে পরিবর্তিত বিধানটি কার্যকর হবে।

২১। কর অব্যাহতি সংক্রান্ত কতিপয় প্রজ্ঞাপন :

(ক) এস.আর.ও নং ২১৪-আয়কর/২০০৩ তারিখঃ ১৯ জুলাই ২০০৩ দ্বারা কোন ব্যক্তির (person) কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প হতে অর্জিত আয় ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত কর অব্যাহতিযোগ্য ছিল। এস.আর.ও নং- ১৬৬-আইন-আয়কর/২০০৬, তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে এরূপ অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

(খ) এস.আর.ও নং ২১৯-আইন/আয়কর/২০০৪ তারিখঃ ১৩ জুলাই ২০০৪ দ্বারা বস্ত্র উৎপাদনের সহিত জড়িত কোন সূতা উৎপাদন, সূতা ডায়িং, ফিনিশিং, কোনিং, কাপড় তৈরী, কাপড় ডায়িং, ফিনিশিং, প্রিন্টিং অথবা উক্তরূপ এক বা একাধিক প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত কোম্পানীর উদ্ভূত আয়ের উপর ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত হ্রাসকৃত ১৫% হারে করারোপনের বিধান ছিল। এস.আর.ও নং- ১৬৮-আইন-আয়কর/২০০৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে এরূপ হ্রাসকৃত হারে করারোপনের ৩০ জুন ২০০৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে এরূপ সুবিধা কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর অধীনে গঠিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(গ) এস.আর.ও নং ২১৮- আইন/আয়কর/২০০৪ তারিখঃ ১৩ জুলাই ২০০৪ দ্বারা পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালের জন্য তাদের উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্য হতে উদ্ভূত আয়ের উপর হ্রাসকৃত ১৫% হারে করারোপনের বিধান ছিল। এস.আর.ও নং- ১৬৯-আইন-আয়কর/২০০৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে হ্রাসকৃত হারে করারোপনের মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

- (ঘ) এস.আর.ও নং- ১৭৪-আইন-আয়কর/২০০৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে নিবন্ধিত ডায়মন্ড কাটিং ও পোলিশিং শিল্পে নিয়োজিত কোন কোম্পানীর ১ জুলাই ২০০৬ হতে ৩০ জুন ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের জন্য শুধু মাত্র ডায়মন্ড কাটিং ও পোলিশিং ব্যবসা হতে অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের হার হ্রাস করে ১৫% নির্ধারণ করা হয়েছে।
- (ঙ) S.R.O No. 18-L/85, তারিখঃ ৫ জানুয়ারী ১৯৮৫ এর মাধ্যমে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ষ্ঠ তফসিল পার্ট- বি, অনুচ্ছেদ- ১০ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর ক্লজ (এ) এর আওতায় ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট, ৫ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ সেভিং সার্টিফিকেট এবং বাংলাদেশ সেভিং সার্টিফিকেটকে আয়কর রেয়াতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এস.আর.ও নং- ১৭০-আইন-আয়কর/২০০৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে উক্ত এস.আর.ও টি রহিত করা হয়েছে এবং একই সাথে বিনিয়োগ রেয়াত প্রাপ্তির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সময় সময় ইস্যুকৃত সঞ্চয় পত্রসমূহকে ৬ষ্ঠ তফসিল পার্ট- বি, অনুচ্ছেদ- ১০ এর উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর ক্লজ (এ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ নতুন এস.আর.ও এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ অথবা এর অধীন জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত সকল প্রকার সঞ্চয় পত্রের জন্য আয়কর রেয়াত সুবিধা প্রাপ্তির বিধান করা হয়েছে। এ বিধান ২০০৬-২০০৭ কর বর্ষ হতে প্রযোজ্য হবে।
- (চ) এস.আর.ও নং-১৭৬-আয়কর/২০০২, তারিখঃ ৩ জুলাই, ২০০২ এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ পথে যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত নৌ-যান এবং মালামাল পরিবহনে নিয়োজিত কার্গো, কোস্টার ইত্যাদির জন্য নির্ধারিত হারে কর প্রদান স্বাপেক্ষে করদাতার অর্জিত সম্পূর্ণ আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এস.আর.ও এর বিধান মোতাবেক উক্ত কর চালানোর মাধ্যমে অথবা তফসিলভুক্ত যে কোন ব্যাংকের একাউন্ট পেয়ী ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করার বিধান ছিল। এস.আর.ও নং- ১৭২-আইন-আয়কর/২০০৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে এস.আর.ও নং-১৭৬-আয়কর/২০০২, তারিখঃ ৩ জুলাই, ২০০২ এর দফা (৪) প্রতিস্থাপন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, এই উদ্দেশ্যে প্রদেয় অনুমিত আয়কর শুধুমাত্র তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ ১ জুলাই, ২০০৬ তারিখ থেকে এরূপ কর আর চালানোর মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে না।
- (ছ) এস.আর.ও নং-২২১-আইন/৯৯, তারিখঃ ২৭শে জুলাই, ১৯৯৯ এর মাধ্যমে ভাড়ায় ব্যবহৃত সড়ক পথের বাস, মিনি-বাস, কোস্টার ইত্যাদির জন্য নির্ধারিত হারে কর প্রদান সাপেক্ষে করদাতার অর্জিত সম্পূর্ণ আয়কে কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এস.আর.ও এর বিধান মোতাবেক উক্ত কর চালানোর মাধ্যমে অথবা তফসিলভুক্ত যে কোন ব্যাংকের একাউন্ট পেয়ী ব্যাংক

ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা করার বিধান ছিল। এস.আর.ও নং- ১৭১-আইন-আয়কর/২০০৬, তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে এস.আর.ও নং- ২২১-আইন/৯৯, তারিখঃ ২৭ জুলাই, ১৯৯৯ এর দফা (৪) প্রতিস্থাপন করে এরূপ বিধান করা হয়েছে যে, এই উদ্দেশ্যে প্রদেয় অনুমিত আয়কর শুধুমাত্র তফসিলী ব্যাংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ ১ জুলাই, ২০০৬ তারিখ থেকে এরূপ কর আর চালানোর মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে না।

(জ) এস.আর.ও নং-২১৭-আইন/আয়কর/২০০৪, তারিখঃ ১৩/০৭/২০০৪ এর মাধ্যমে বাংলাদেশে নিবাসী বিদেশী কোন নাগরিকের আইনানুগ প্রক্রিয়ায় বিদেশ হতে বাংলাদেশে আনীত আয়কে আয়কর আরোপ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছিল। এস.আর.ও নং-১৬৭-আইন-আয়কর/২০০৬, তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ নিবাসী বিদেশী নাগরিকদের বিদেশ হতে বাংলাদেশে আনীত আয়ের উপর কর অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ১ জুলাই, ২০০৬ বা এর পর এরূপ আনীত আয় বাংলাদেশে করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

২২। আয়কর বিধি সংশোধন সংক্রান্ত :

এস.আর.ও নং- ১৭৩-আইন-আয়কর/২০০৬ তারিখঃ ০৬/০৭/২০০৬ এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালায় কতিপয় বিধি সংশোধন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

(ক) নগদ যাতায়াত ভাতা অব্যাহতি সংক্রান্ত বিধি 33C সংশোধন :

বিধি- 33C সংশোধন করে বেতন আয় আছে এমন করদাতাদের নগদ যাতায়াত ভাতার অব্যাহতি সীমা ১২,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১৮,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ বিধান ২০০৬-০৭ কর বছর থেকে প্রযোজ্য হবে।

(খ) স্বনির্ধারণী পদ্ধতি সম্পর্কিত আয়কর বিধি 38 সংশোধন :

(১) বিধি-38 এর উপ-বিধি-(5) এর বিধান মোতাবেক ব্যবসা বা পেশার আয় আছে এমন নতুন করদাতাকে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ ব্যবসা বা পেশার আয় প্রদর্শন করার বিধান ছিল। এই বিধানটি সংশোধন করা হয়েছে। নতুন বিধানের আওতায় ২০০৬-০৭ কর বছরে ব্যবসা বা পেশা আয় আছে এমন নতুন করদাতা যে কোন অংকের প্রারম্ভিক মূলধন প্রদর্শন করতে পারবেন। তবে, প্রারম্ভিক মূলধনের ন্যূনতম ২৫ শতাংশ ব্যবসা বা পেশা আয় দেখাতে হবে।

(২) বিধি-38 এর উপ-বিধি-(6) এর পর নতুন উপ-বিধি-(7) সংযোজন করে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্নে প্রদর্শিত প্রারম্ভিক মূলধনের সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে ঋণ প্রদান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

(গ) **Tax Collection Account Number সংক্রান্ত বিধি 64C সংশোধন :**
বিধি- 64C তে বর্ণিত Application Form for Tax Collection Account Number শীর্ষক ফরমের ক্রমিক নং- ৮ সংশোধন করে উৎসে আয়কর কর্তন সম্পর্কিত নতুন ধারাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ঘ) এস.আর.ও নং- ১৪৯-আইন/আয়কর/২০০৬ তারিখঃ ২০/০৬/২০০৬ এর মাধ্যমে আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি-17A এর প্রথম proviso তে কতিপয় পণ্য বিলোপ, কতিপয় পণ্যের H.S. Code পরিবর্তন, বিভাজন ও বর্ণনা পরিবর্তনের কারণে এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপন এবং কতিপয় পণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে এস.আর.ও এর 'ক' দফার অন্তর্গত ক্রমিকের পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে উৎসে আয়কর কর্তন থেকে অব্যাহতি প্রত্যাহার হবে, 'খ' দফায় বর্ণিত ক্রমিকসমূহের H.S. Code পরিবর্তন, বিভাজন ও বর্ণনা পরিবর্তন করা হয়েছে। ফলে এদের ক্ষেত্রে পূর্বের মত উৎসে আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতি বলবৎ থাকবে। এছাড়া 'গ' দফাভুক্ত ক্রমিকের পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে উৎসে আয়কর কর্তন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এস.আর.ও এর দফা 'ক', 'খ' এবং 'গ' এ বর্ণিত পণ্যসমূহের তালিকা নিম্নরূপ :-

দফা 'ক' এর তালিকা :

- (1) Sensitising emulsions (toner cartridge for computer printer) (H.S. Code 3707.10.10);
- (2) Chemical preparation for photo use (toner cartridge for computer printer) (H.S. Code 3707.90.10);
- (3) Petroleum Bitumin (H.S. Code 2713.20.00)।

দফা 'খ' এর তালিকা :

- (1) Celluler (Mobile/Fixed wireless) telephone set (H.S. Code 8525.20.23);
- (2) Lentils; Other (H.S. Code 0713.40.20);
- (3) Seed potatoes, wrapped/canned upto 2.5 kg (H.S. Code 0701.10.11);
- (4) Seed potatoes; Other (H.S. Code 0701.10.12);
- (5) Durum wheat; wrapped/canned upto 2.5 kg (H.S. Code 1001.10.10);
- (6) Durum wheat; Other (H.S. Code 1001.10.20);
- (7) Wheat; wrapped/canned upto 2.5 kg (H.S. Code 1001.90.11);
- (8) Wheat; Other (H.S. Code 1001.90.12);
- (9) Maize Seeds; wrapped/canned upto 2.5 kg (H.S. Code 1005.10.10);
- (10) Maize Seeds; Other (H.S. Code 1005.10.20);
- (11) Flours, meals & pellets, of meat unfit for human consumption: greaves Wrapped/Canned upto 2.5 kg (H.S. Code 2301.10.10);
- (12) Flours, meals & pellets, of meat unfit for human consumption: greaves; Other (H.S. Code 2301.10.20);
- (13) Soya beans, whether or not broken.; (Excluding wrapped/canned upto 2.5 kg) (H.S. Heading Code 1201.00.20);

- (14) Linseed, whether or not broken.; (Excluding wrapped/canned upto 2.5 kg) (H.S. Heading Code 1204.00.20);
- (15) Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken (Excluding wrapped/canned upto 2.5 kg) (H.S. Heading Code 1207.40.20);
- (16) Kidney dialysis machines/Haemodialyser (Artificial Kidney) (H.S code 9018.90.20)।

দফা 'গ' এর তালিকা :

- (1) Onions (Excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg) (H.S. Code 0703.10.12);
- (2) Garlic (Excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg) (H.S. Code 0703.20.20);
- (3) Peas (*Pisum sativum*) (Excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg) (H.S. Code 0713.10.20);
- (4) Chickpeas (garbanzos) (Excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg) (H.S. Code 0713.20.20);
- (5) Dried chillies (H.S. Code 0904.20.10);
- (6) Ginger (Excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg) (H.S. Code 0910.10.20);
- (7) Turmeric (curcuma) (Excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg) (H.S. Code 0910.30.20);
- (8) Petroleum bitumen In Drum (H.S. Code 2713.20.10);
- (9) Petroleum bitumen in Bulk (H.S. Code 2713.20.90);
- (10) Synthetic filament tow(acrylic or mod acrylic) imported by VAT Registered Synthetic staple fibre manufacturer (H.S. Code 55.01.30.10);
- (11) Spares & equipments mentioned in poultry S.R.O."।

২৩। ভ্রমণ কর, ২০০৩ এর সংশোধন :

ভ্রমণ কর আইনের ৩ক ধারার দফা 'গ' এর পর নতুন দফা 'ঘ' সংযোজন করে কোন কর্তৃপক্ষ আদায়কৃত ভ্রমণ কর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা করতে ব্যর্থ হলে সেই কর্তৃপক্ষের উপর আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 143 এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের বিধান করা হয়েছে।

২৪। বাজেট কার্যক্রম, ২০০৬ এর মাধ্যমে প্রণীত প্রজ্ঞাপনসমূহ পরিশিষ্ট-তে সংযোজন করা হলো।

Bangladesh Tax Update
www.kdroy.com.bd/www.ltr.com.bd

অপূর্ব কান্তি দাস
 প্রথম সচিব (আয়কর নীতি)
 জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

নোটঃ বাজেট কার্যক্রম, ২০০৬ এর মাধ্যমে প্রণীত অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ (যা পরিশিষ্ট-তে বর্ণিত) "আয়কর প্রজ্ঞাপন" বিষয়ক বইতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।